যুগান্তর

16 MAR 2015

শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন

বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো জরুরি

মামুন আব্দুল্লাহ

বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে পর্যাপ্ত নয়। এজন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও জরাজীর্ণ ভবনেই ক্লাস করছে শিশু শিক্ষার্থীরা। অনেক জায়গায় স্কুল ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করার পরও দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তা পূণ নির্মাণ হচ্ছে না। এক সময় শিক্ষা খাতে বাজেটের ২১ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হতো। কিন্তু দিন দিন তা ১২ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ অনেক সমস্যাই সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া পরিবারে অসচ্ছলতার কারণেই দেশের বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারছে না। এজন্য প্রাথমিক উপবৃত্তির আওতা ও স্কুল ফিডিং কর্মসূচি জোরদার করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) ও ১২টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার এক সামাজিক নিরীক্ষায় এ সুপারিশ করা হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ময়মনসিংহ সদরের মালতী প্রভা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় দেড় বছর আগে। নতুন ভবন নির্মাণ না হওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে শতাধিক শিক্ষার্থীর লেখাপড়া। গেল বছর মে মাসে ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের সরিয়ে নেয়া হয় ২ কিমি. দূরে রহমত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তাতে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কমে গেছে ব্যাপক হারে। এছাড়া শহরের আরও দুটি স্কুল শাখারিপট্টি ও গোহাইল কান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়কেও পরিত্যক্ত ঘোষণা করে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু এগুলোর নির্মাণেও কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

ময়মনসিংহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, জেলায় ২ হাজার ৯৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭২টিই ঝুঁকিপূর্ণ। আর এরই মধ্যে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে ৩৭টি প্রতিষ্ঠান।

সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবকাঠামো সংকট, শিক্ষার্থীর তুলনায় অপর্যাপ্ত খেলার মাঠের সংকটের কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকছে শিশু শিক্ষার্থীরা। প্রতিবেদন অনুসারে, দারিদ্র্য বা পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে ৭৭ শতাংশ শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকছে। এক্ষেত্রে উপবৃত্তি ও স্কুল ফিডিং কর্মসূচি ঝরেপড়া রোধে সহায়তা করলেও তা পর্যাপ্ত নয়। এক্ষেত্রে এ কর্মসূচিগুলোর আওতা বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে।

রাজশাহীর বাঘা উপজেলা কালিদাসখালি, গৌরাঙ্গপুর, হরিনা ও মাঠপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ নিরীক্ষার জন্য বেছে নেয়া হয়। জানা গেছে, উপবৃত্তি ও স্কুল ফিডিং কর্মসূচি এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধে সহায়তা করছে। কিন্তু অন্যান্য সমস্যাগুলো এখানে রয়েই গেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়াতে যেসব বিষয়ে চাহিদা রয়েছে তা হচ্ছে, প্রতিটি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার ও আনন্দ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়গুলোর আঙ্গিনায় শিশুপার্কের/মিনি পার্কের ব্যবস্থা করা, অবকাঠামো উন্নয়ন, ফিডিং প্রকল্পের ব্যবস্থা করা, লাইব্রেরি ও কম্পিউটার থাকা জরুরি, বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর থাকা প্রয়োজন, প্রতিটি শিক্ষক ও অভিভাবককে বাচ্চাদের প্রতি সচেতন হওয়া প্রয়োজন।